দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তির হিড়িক, এ পর্যন্ত ৭৭

মোশতাক আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তির ঘটনা এখন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দিন যাচ্ছে আর বেরিয়ে আসছে ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তির চাঞ্চল্যকর কাহিনী। অফিসিয়ালভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন করে আরও ২৫ জনের একটি ভুয়া শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ ভর্তি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় নয়া এই তালিকাটি উপস্থাপন করেছে। এদের শোকজ করা হবে। তারপর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া সন্দেহভাজন আরও এগারো শিক্ষার্থীকে ছাত্রত্ব প্রমাণের কাগজপত্র নিয়ে তদন্ত কমিটির কাছে হাজির হতে বলা হয়েছে। এনিয়ে কর্তৃপক্ষের হিসেবেই ভুয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল ৭৭। তবে এই সংখ্যা শতাধিক হবে বলে জানা গেছে। তদন্ত কমিটির কর্তাব্যক্তিরা বলছেন, চূড়ান্ত ভাবে যাচাই-বাছাই ছাড়া তারা কাউকে ভুয়া হিসেবে বলতে পারছেন না। সম্প্রতি দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ভুয়া শিক্ষার্থী

(২-পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তির

(প্রথম পাতার পর)

ভর্তির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় শুরু হয়। একের পর এক ভুয়া ভর্তির ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ ভুয়া ভর্তি শনাক্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সমস্ত শিক্ষার্থীর ব্যাপারে খোঁজ নিতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারের নেতৃত্বে গঠিত অবৈধ ভর্তি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি এই তদন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। চলমান এই তদন্তে তাঁরা বিভিন্ন বিভাগে একের পর এক ভুয়া ভর্তির ঘটনা জানতে পেরে নিজেরাই বিস্মিত হয়ে পড়ছেন। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তির সঙ্গে এপিফ্যান্ট বোডের 'এ্যাসিসট্যান্স টু দ্য পুওর' নামে একটি কনসালট্যান্সি ফার্মসহ মোট নয় জনের একটি সিন্ডিকেট জড়িত রয়েছে বলেও প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং চার ব্যক্তি বহিরাগত।

ভুয়া ভর্তির ক্ষেত্রে বিচিত্রসব কাহিনী বের হচ্ছে। একজনের নাম বা নিবন্ধন ব্যবহার করে আরেক জনকে ভর্তি করা, বাবা চাকরি করেন নওগাঁ পানি উন্নয়ন বোর্ডে আর মেয়ে ভর্তি হয়েছে বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেখিয়ে পোষ্য কোটায়। তাছাড়া ছাত্রের নিবন্ধনে ছাত্রীর নাম, ছাত্রীর নামে ছাত্র ভর্তি, একজনের রোল নম্বর ব্যবহার করে আরেক জন ভর্তি হওয়া, আদিবাসী কোটায় সাধারণ ছাত্র ভর্তি হওয়া এমন বিচিত্র ঘটনা বের হয়ে আসছে।

এর মধ্যে অবৈধ ভর্তিসংক্রান্ত তদন্ত কমিটি আরও ২৫ ভুয়া শিক্ষার্থী শনাক্ত করে শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এই তালিকা জমা দিয়েছে। সূত্রমতে, তদন্ত কমিটি প্রথমে ৩৫ ভুয়া শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরি করলেও সিন্ডিকেটে দেয়ার আগে কয়েক জনের ব্যাপারে আরও তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করে তাদের নাম বাদ দিয়ে ২৫ জনের তালিকাটি জমা দেয়। নয়া তালিকার মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই লোক প্রশাসন বিভাগের বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যে সিন্ডিকেটে পেশকৃত দু'টি রিপোর্টে ৫২ শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়। ভুয়া শিক্ষার্থী হিসেবে চিহ্নিত এই ৫২ জনকে শোকজ নোটিস দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ছিদ্দিকুর রহমান। তিনি জানান, সিন্ডিকেট সভার পর নতুন ভুয়া শিক্ষার্থীদেরও শোকজ করা হবে। এরপর তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সূত্রমতে শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ভুয়া ভর্তির তৃতীয় রিপোর্ট ছাড়াও কলা ভবন এলাকায় অবস্থিত বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শামসুজ্জামান দুদু, ছাত্রদল নেতা আব্দুল মান্নান ফরহাদসহ পাঁচ জনের দোকান ভাড়া পাঁচ শ' টাকা পুনর্নির্ধারণ করা নিয়ে আলোচনা হয়। শামসুজ্জামান দুদুর ফটোকপির দোকানে দু'টি ফটোস্ট্যাট মেশিন তিনটি বাল্ব এবং দু'টি ফ্যান চলে। তাতে প্রায় এক হাজার টাকার বিদ্যুত খরচ হয়। কিন্তু লাভ হচ্ছে না এই অজুহাতে তিনিসহ বিএনপি-ছাত্রদলের অন্য ৫ দোকানমালিক ভাড়া দুই হাজার টাকা থেকে কমিয়ে পাঁচ শ' টাকা করার আবেদন করেন। যা নিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যাপক সমালোচনা হয়।

এদিকে শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে পরীক্ষা গ্রহণের দশ মাস পর লোক প্রশাসন বিভাগের ২০০৪-০৫ সেশনের প্রথম বর্ষের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে শনিবার বিকালে। এর আগে সকালে বিভাগের শিক্ষার্থীরা ফল প্রকাশের দাবিতে বিভাগে অবস্থান কর্মসূচী পালনের পাশাপাশি বিভাগের বিভিন্ন কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়।